সবাই একমত নন। 'মনের বাইরে যে বস্তুজগৎ, তাকে আমরা কীভাবে জানি?'—এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বস্তুবাদীরা দুটি ভিন্নমত পোষণ করেন। এক মতে, মনের বাইরে যে জগৎ তাকে আমরা সরাসরি জানি; অন্যমতে, মনের বাইরে যে জগৎ তাকে আমরা পরোক্ষভাবে জানি। যে মতে **বস্তুজ্ঞান সরাসরি বা প্রত্যক্ষ**, তাকে বলে **'সরল বা লৌকিক বস্তুবাদ'** (Naive or Commonsense Realism); আর যে মতে **বস্তুজ্ঞান পরোক্ষ**, তাকে বলে **'প্রতিরূপী বস্তুবাদ'** (Representative Realism)। সরল বা লৌকিক বস্তুবাদকে আবার **'নির্বিচার বস্তুবাদ', 'অবৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ', 'প্রত্যক্ষ বস্তুবাদ'** ইত্যাদিও বলা হয়। তেমনি প্রতিরূপী বস্তুবাদকে **'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ', 'পরোক্ষ বস্তুবাদ', 'প্রতীকবাদ'** ইত্যাদিও বলা হয়। বস্তুবাদের বিভাগ দুটিকে ছকের মাধ্যমে দেখানো গেল—

বস্তুবাদ

- **সরল বা লৌকিক বা অবৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ বা প্রত্যক্ষ বস্তুবাদ**
- **পরোক্ষ বা প্রতিরূপী বস্তুবাদ বা প্রতীকবাদ**

৫.৪. সরল বস্তুবাদ বা লৌকিক বস্তুবাদ বা অবৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ
Naive Realism or Commonsense Realism or Un-scientific Realism

যে মতবাদে বস্তুর মন-নিরপেক্ষ বা জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় এবং বস্তুজ্ঞানকে সরাসরি বা অপরোক্ষ বলা হয়, তাকে 'সরল বস্তুবাদ' বা 'লৌকিক বস্তুবাদ' বা 'অবৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ' বলা হয়। জ্ঞানের বিষয় সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যে মতবাদ (Commonsense view) সেটাই **সরল বস্তুবাদ বা লৌকিক বস্তুবাদ।**

সরল বস্তুবাদের মূল বক্তব্যগুলি হল—

(১) যে জগতে আমরা বাস করি সেখানে আমাদের মনের বাইরে, **অসংখ্য বস্তু** আছে। যথা—গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত, বাড়িঘর, ইত্যাদি। সরল বস্তুবাদে **বহুত্ববাদ** সমর্থিত। এই জগতে যেমন অনেক মানুষ এবং তাদের মন আছে, তেমনি অনেক বস্তু আছে।

(২) **ইন্দ্রিয়-সংবেদন বা অনুভবের 'কারণ' হল বাহ্যবস্তু।** বাহ্যবস্তু আছে বলেই ইন্দ্রিয়-সংবেদন বা অনুভব হয়। বাহ্যবস্তু 'কারণ', সংবেদন বা অনুভব 'কার্য'। **আগে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব, পরে বস্তুর অনুভব।**

(৩) বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের মনের ওপর নির্ভর করে না। গাছ, পাহাড় ইত্যাদির অস্তিত্ব আমাদের দেখার ওপর বা জানার ওপর নির্ভর করে না—আমরা প্রত্যক্ষ না করলেও তারা অস্তিত্বশীল থাকে। আমাদের দেখার বা জানার আগে থেকেই তারা ছিল এবং আমাদের জানার বিরতির পরেও তারা থাকবে। কাজেই, **পার্থিব বস্তুসমূহের অস্তিত্ব মন-নিরপেক্ষ।**

(৪) **জ্ঞাতা (যে জানছে) এবং জ্ঞানের বিষয়ের (যাকে জানছে) সম্পর্ক বাহ্যিক সম্পর্ক** (external relation) বা আকস্মিক সম্পর্ক (accidental relation)। বাহ্যিক সম্পর্ক ভেঙে দিলে সম্পর্কযুক্ত বিষয়দুটির কোনোটিরও কোনো ক্ষতি হয় না। এজন্য জ্ঞান-সম্বন্ধ ছিন্ন হলে জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বিষয় যেমন ছিল তেমনই থাকে।

(৫) **বস্তুজ্ঞান সরাসরি বা প্রত্যক্ষ।** বস্তুকে আমরা সরাসরি জানি, অর্থাৎ বস্তুটি আসলে যেমন আমরা তাকে সরাসরি **ঠিক সেভাবেই** জানি। মন যেন এক অমলিন আয়না যার ওপর প্রত্যক্ষের বস্তুটি সরাসরি প্রতিফলিত হয় এবং বস্তুটি ঠিক যেমন সেভাবেই অবিকৃতরূপে প্রতিফলিত হয়। আমাদের চেতনা যেন এক 'সন্ধানী আলোক' (search light)। সন্ধানী আলোক যে বস্তুতে পড়ে, বস্তুটি তার স্বরূপে (অর্থাৎ ঠিক যেমন, সেভাবে) আমাদের চেতনায় ধরা পড়ে।

(৬) বস্তুজ্ঞান সরাসরি হওয়ার ফলে, আমাদের চেতনা বস্তুকে প্রভাবিত করে না, **বরং বস্তুই** [illegible] **চেতনাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।** বস্তু যেমন, সেভাবেই আমাদের বস্তুর জ্ঞান হয়। [illegible] রঙে পাতা সবুজ' হয় না, বরং সবুজ পাতাই আমার সবুজের চেতনাকে সৃষ্টি করে।

(৭) বস্তু যেমন মনের বাইরে আছে, **বস্তুর গুণগুলিও তেমনি মনের বাইরে আছে।** [illegible] **বস্তুধর্মের মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে।** মনের বাইরে যে বস্তু তাকে যেমন আমরা সরাসরি [illegible] বস্তুতে আশ্রিত বর্ণ, গন্ধ, কাঠিন্য ইত্যাদি **গুণগুলিকেও আমরা সরাসরি ও অবিকৃতভাবে জানি।** [illegible] আলোকের মতন আমাদের চেতনা গুণ-সমন্বিত বস্তুর সঠিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে।

সরল বস্তুবাদের সমালোচনা (*Criticism of Naive Realism*)

ভ্রম-প্রত্যক্ষমূলক যুক্তি (Arguments from illusion)

সরল বস্তুবাদ গ্রহণযোগ্য মতবাদ নয়। সরল বস্তুবাদের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি হল, এই মতবাদ [illegible] **ভ্রান্তজ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে পারে না।** বস্তুকে যদি আমরা **সরাসরি** এবং **সঠিকভাবে** প্রত্যক্ষ করি [illegible] ভ্রান্তজ্ঞানের কোনো সম্ভাবনা থাকে না—সব জ্ঞানই সঠিক ও নিশ্চিত হয়। কিন্তু অনেক সময় আমাদের [illegible] যে ভ্রান্ত হয় (যেমন, রজ্জুতে সর্পভ্রম), একথা অস্বীকার করা যায় না। সরল বস্তুবাদ খণ্ডনের জন্য [illegible] **প্রত্যক্ষমূলক যুক্তি** দেখান হয় :

(১) প্রকৃতপক্ষে, বস্তু যেমন, তাকে ঠিক তেমন করে দেখা সম্ভব নয়, কেননা বস্তু-প্রত্যক্ষ [illegible] ইন্দ্রিয়ের গঠনগত সামর্থ্যের ওপর কিছুটা নির্ভর করে। চোখের গঠন ও সামর্থ্য ভিন্ন রকমের হলে [illegible] প্রত্যক্ষ ভিন্ন রকমের হয়। এমন অনেক প্রাণী আছে (কিছু মানুষও পাওয়া যায়) যারা লাল-নীল-সবুজ [illegible] প্রভৃতি রঙ প্রত্যক্ষ করতে পারে না, কেননা তাদের অক্ষিপটে (retina) চূড়াকোষ (cones) [illegible] মৌমাছির চোখের গঠন আবার এমন যে তারা অতি-বেগুনি (ultra-violet-ray) রং‌ও প্রত্যক্ষ করতে পারে, যা মানুষের চোখের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই, বস্তুর একই রঙ সবাই প্রত্যক্ষ করে না। এ কথা স্বীকার [illegible] বস্তুর গুণকে আর 'বস্তুধর্ম' বলা চলে না। রঙ প্রত্যক্ষের মতন অন্যান্য গুণের (স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদির) প্রত্যক্ষ আমাদের জিভ, নাক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের গঠন ও সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। সহজ কথায়, **বস্তু-প্রত্যক্ষ** [illegible] **ওপর নির্ভর করলেও তা আংশিকভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের গঠন ও সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল।**

(২) প্রত্যক্ষজ্ঞান সব সময়ে সঠিক হয় না। অনেক সময় আমাদের ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ হয়, অনেক সময় আমরা বস্তুর বিকৃত রূপ দেখি। এরকম অভিজ্ঞতাকে **অধ্যাস** (illusion) বলে। আলো অন্ধকারে আমাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। সূর্য স্থির থাকলেও তার মধ্যে আমরা গতি প্রত্যক্ষ করি। জলে আংশিক ডোবানো সোজা [illegible] আমরা বাঁকা দেখি। দূর থেকে ঘন-সবুজ বনে ঢাকা পাহাড়কে নীল দেখি। একই বস্তুকে কাছ থেকে বড়, আর দূর থেকে ছোট দেখি। মদ্যপ ব্যক্তি একটির পরিবর্তে দুটি বস্তু দেখে। ডান হাত গরম জলে ও বাঁ হাত ঠান্ডা জলে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে তারপর দুটি হাতকেই স্বাভাবিক উত্তাপসম্পন্ন জলে ডোবালে ডান হাতে জলটিকে ঠান্ডা ও বাঁ হাতে ঐ একই জলকে গরম লাগে। এসব অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্ত করতে হয়—**বস্তু ঠিক যেমন তাকে আমরা ঠিক তেমন দেখি না।**

(৩) অনেক সময় আবার আমাদের **অমূল-প্রত্যক্ষ** (hallucination) হয়। অমূল-প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে কোনো বস্তুই থাকে না। অধ্যাসের (illusion) ক্ষেত্রে যেমন কোনো বস্তু থাকে—যদিও তাকে আমরা ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ করি, অমূল-প্রত্যক্ষের ভিত্তিস্বরূপ তেমন কোনো বস্তু থাকে না। অনেক মদ্যপ ঘরের মধ্যে [illegible] ইঁদুরের নৃত্য দেখে, যদিও ঘরে কোনো ইঁদুর থাকে না। চোখের কোণে আঙুলের একটু চাপ দিলে একটি বস্তুকে দুটি বস্তুরূপে দেখা যায়—যা ভিত্তিহীন। কারও প্রতীক্ষায় ঘরের মধ্যে বসে থাকলে মাঝে মাঝে সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনা যায়—যখন সত্যিকারের কোনো পদশব্দই হয়নি ; অস্ত্রোপচারে যার একটি পায়ের কিছু অংশ বাদ পড়েছে সে অনেক সময় সেই অঙ্গচ্যুত পায়ে ব্যথা অনুভব করে। সহজ কথায়, **অনেক সময় [illegible]**

(ক) বস্তুবাদ (Realism)

৫.২ 'বস্তুবাদ' বলতে কী বোঝায়?
What is meant by Realism?

যে মতবাদ অনুসারে **জাগতিক বস্তুসমূহের অস্তিত্ব আমাদের জানার ওপর নির্ভর করে না, আমরা না জানলেও তাদের অস্তিত্ব থাকে, তাকে 'বস্তুবাদ' বলে।** বস্তুবাদের সমর্থকরা এটাই বলেন যে, 'জ্ঞাতা মন' যেমন আছে 'জ্ঞানের বিষয়ও' তেমনি আছে—উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। বস্তুর ওপর নির্ভর না করে যেমন জ্ঞাতা-মন আছে, তেমনি জ্ঞাতা-মনের ওপর নির্ভর না করে বস্তুও আছে। আমার মনের (জ্ঞাতা মনের) বাইরে গাছ, পাহাড়, নদী প্রভৃতি জগতের বিভিন্ন বস্তু আমার মনের ওপর নির্ভর না করেই ছিল, আছে এবং থাকবে। জ্ঞাতা-মনের জানা বা না-জানার ওপর বস্তুর থাকা বা না-থাকা নির্ভর করে না। এক কথায়, জগৎ এবং জাগতিক বস্তুর মন-নিরপেক্ষভাবে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।

<u>বস্তুবাদের মূল বক্তব্যগুলি নিম্নরূপ :</u>

(১) 'জ্ঞান' বলতে বোঝায় দুটি **ভিন্ন বিষয়ের** মধ্যে সম্বন্ধ— 'জ্ঞাতা' এবং 'জ্ঞানের বিষয়ের' মধ্যে সম্বন্ধ। কাজেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানতে হয় যে, জ্ঞানের বিষয়টি জ্ঞাতাকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ জ্ঞাতা-নিরপেক্ষভাবে থাকে। বস্তুবাদীদের মতে **জ্ঞাতা-মন যেমন আছে, জ্ঞানের বিষয়েরও তেমনি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।**

(২) **জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বস্তুর মধ্যে যে সম্পর্ক তা নেহাৎই বাহ্যিক সম্পর্ক, আন্তর-সম্পর্ক নয়।** আন্তর বা আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, যেখানে সম্বন্ধ ভেঙে দিলে ঐ সম্বন্ধে আবদ্ধ বিষয়দুটির মধ্যে অন্য একটির অস্তিত্ব নষ্ট হয়। যেমন—সমগ্র ও অংশের সম্বন্ধ। সমগ্র টেবিল থেকে তার একটি অংশ ভেঙে নিলে সেই ভাঙা অংশটির অস্তিত্ব থাকলেও 'সমগ্র' টেবিলটির আর অস্তিত্ব থাকে না। বাহ্যিক সম্বন্ধ কিন্তু আকস্মিক, তাই বিচ্ছেদ্য। বাহ্যিক সম্বন্ধ ভেঙে দিলে ঐ সম্বন্ধে আবদ্ধ বিষয়দুটি আগে যেমন ছিল, তেমনি থাকে। যেমন, হাতের সঙ্গে কলমের সম্বন্ধ। হাত থেকে কলমটি (টেবিলে) রেখে দিলে হাত এবং কলম যেমনটি ছিল তেমনই থাকে। **বস্তুবাদীদের মতে, জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞেয়-বস্তুর (যে বস্তুকে জানছি) সম্বন্ধ এমনই এক বাহ্যিক সম্বন্ধ।** আমার যখন টেবিলের জ্ঞান হয় তখন আমার সঙ্গে টেবিলের এক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে এবং ঐ সম্বন্ধ ভেঙে দিলে (আমি চোখ বন্ধ করলে বা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে) আমার (জ্ঞাতার) এবং টেবিলের (জ্ঞেয়-বস্তুর) অস্তিত্ব আগের মতনই থাকে। টেবিলটি আমার 'জ্ঞানের বিষয়' না হয়েও 'কেবল বিষয়' হয়ে থাকতে পারে। সহজ কথায়, **বস্তুবাদীদের মতে, 'জ্ঞানের বিষয়' না হয়েও বস্তু বা বিষয়ের অস্তিত্ব আছে।** এমন অজস্র বিষয় আছে যাদের আমরা জানিনা, যেসব এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। যেমন—সমুদ্রতলের অনাবিষ্কৃত মণি-মুক্তা।

(৩) **বস্তুবাদীরা বহুত্ববাদের সমর্থক।** জ্ঞান-সম্বন্ধ বাহ্যিক হলে মানতে হয় যে, জ্ঞাতার মনের বাইরে অজস্র বস্তু ছিল, আছে এবং থাকবে। এই জগতে অসংখ্য বস্তু আছে এবং তাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব মনের বাইরে। জগৎ-বৈচিত্র্যের মূলে হল এই সব ভিন্ন ভিন্ন অজস্র বস্তু।

(৪) বস্তুবাদীরা আরও বলেন যে, আগে **বস্তুর অস্তিত্ব পরে সেই বস্তুর জ্ঞান। কাজেই আমাদের জ্ঞান বস্তুকে অনুসরণ করে, বস্তু জ্ঞানকে অনুসরণ করে না।** আমাদের মনের ধারণা অনুসারে বস্তুজ্ঞান হয় না। অর্থাৎ বস্তুজ্ঞান বস্তুর দ্বারাই প্রভাবিত হয়, মনের দ্বারা নয়। বস্তু জ্ঞানকে সৃষ্টি করে, মন বা জ্ঞান বস্তুকে সৃষ্টি করে না।

৫.৩ বস্তুবাদের বিভিন্ন প্রকার
Different forms of Realism

সব বস্তুবাদী দার্শনিক মনের বাইরে বস্তুর (বস্তুজগতের) স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করলেও 'বস্তুজ্ঞান' প্রসঙ্গে

[b] *গৌণ গুণ:* লকের মতে যে গুণগুলি সার্বিক নয়, আবশ্যিক নয়, পরিবর্তনশীল, মন সাপেক্ষ, বস্তুগত নয় সেই গুণগুলিকে বলা হয় গৌণ গুণ, যেমন—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি।

[5] **বস্তুর জ্ঞানলাভের পদ্ধতি:** সরল বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুকে সরাসরি প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায়। কিন্তু লক বলেন বস্তুকে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায় না। প্রতিরূপের মাধ্যমে অনুমান করতে হয়। ক্যামেরা যেমন কোনো বস্তুর প্রতিচ্ছবি তোলে তেমনি আমাদের ইন্দ্রিয় বস্তুর প্রতিরূপ তোলে। মন প্রতিরূপের কারণ হিসেবে বস্তুর অনুমান করে। এই জন্যই লকের মতবাদকে প্রতিরূপী বস্তুবাদ বলা হয়।

মন + প্রতিরূপ + দ্রব্য = দ্রব্যের অনুমান।

[6] **পরোক্ষ বস্তুবাদ:** প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুকে সরাসরি প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায় না; প্রতিরূপের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জানা যায়। বস্তুকে পরোক্ষভাবে জানা যায় বলে এই মতবাদকে পরোক্ষ বস্তুবাদ বলা হয়।

[7] **বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ:** লক তৎকালীন পদার্থ বিজ্ঞানীদের মতো বস্তুর গুণগুলিকে মুখ্য ও গৌণ এই দুইভাগে ভাগ করে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিরূপী বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই জন্যই প্রতিরূপী বস্তুবাদকে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ বলা হয়।

[8] **জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ:** লক বস্তুর স্বয়ং সৎ অস্তিত্ব ও তার প্রতিরূপ এই দুটি সত্তা স্বীকার করেছেন বলে লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদকে জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ বলা হয়।

প্রতিরূপী বস্তুবাদের গ্রহণযোগ্যতা

প্রতিরূপী বস্তুবাদ গ্রহণযোগ্য মতবাদ কি না, সে বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

সপক্ষে যুক্তি

প্রতিরূপী বস্তুবাদকে যেসকল দার্শনিক গ্রহণযোগ্য মতবাদ বলে মনে করেন, তাঁরা নীচের যুক্তিগুলি দিয়েছেন।

[1] বস্তুর প্রতিরূপের মাধ্যমে পরোক্ষ জ্ঞান স্বীকার করার ফলে লক সহজেই ভ্রান্ত জ্ঞান, স্বপ্ন, অমূল প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছেন। কেন-না এই সকল প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বস্তু ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত না থাকলেও মন তার ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে পারে।

[2] বস্তুর মুখ্য ও গৌণ গুণ বিভাগের ফলে বস্তুজ্ঞানের ক্ষেত্রে পদার্থ বিজ্ঞানের মতো লক সহজেই সার্বিক জ্ঞান ও কিছু ক্ষেত্রে জ্ঞানের মতবিরোধের অর্থাৎ জ্ঞান বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছেন। মুখ্য গুণগুলি যেহেতু বস্তুগত সেহেতু এই গুণগুলির জ্ঞানের বিষয়ে কোনো মতভেদ থাকে না। এই গুণগুলিকে নিয়ে বিজ্ঞান হয়েছে। অন্যদিকে, গৌণ গুণগুলি যেহেতু মনোগত তাই এই গুণগুলি সম্পর্কে জ্ঞান ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পরিবর্তনশীল, ফলে মতবিরোধ দেখা দেয়।

বিপক্ষে যুক্তি

প্রতিরূপী বস্তুবাদের বিপক্ষে যুক্তিগুলি হল—

[1] **বাহ্য বস্তুকে জানার উপায় প্রমাণে ব্যর্থ:** প্রতিরূপী বস্তুবাদ জ্ঞাতা ও বাহ্য বিষয়ের মধ্যে এমন এক পর্দা (প্রতিরূপ) কল্পনা করেছে যা পুরু লোহার তৈরি। এই লৌহযবনিকার একদিকে আছে জ্ঞাতা, অন্য দিকে কী আছে তা জানার উপায় নেই। তাই প্রতিরূপী বস্তুবাদকে লৌহযবনিকা তত্ত্ব বলা হয়। এই তত্ত্ব থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় যে, বস্তুকে কখনও প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। তাই তার স্বাধীন অস্তিত্ব অপ্রমাণিত। এর ফলে প্রতিরূপী বস্তুবাদ বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদ

সরল বস্তুবাদ ভ্রম, স্বপ্ন, অমূল প্রত্যক্ষ ও জ্ঞানবৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। এই অসুবিধা দূর করা... অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জন লক প্রতিরূপী বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

প্রতিরূপী বস্তুবাদ বলতে বোঝায় যে মতবাদ অনুসারে বাহ্যবস্তুর মন নিরপেক্ষ বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার ক... বস্তুকে কেবল মুখ্য গুণের কল্পিত আধার হিসেবে স্বীকার করা হয় এবং প্রতিরূপের মাধ্যমে বস্তুর পরো... স্বীকার করা হয় সেই মতবাদকে বলা হয় প্রতিরূপী বস্তুবাদ।

মূল বক্তব্য

প্রতিরূপী বস্তুবাদের মূল বক্তব্যগুলি হল—

[1] **মন নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার:** এই মতবাদ মন নিরপেক্ষ বস্তুর স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার... প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি জ্ঞেয়বস্তুর মন বা জ্ঞান নিরপেক্ষ স্বাধীন অস্তিত্ব আ... বস্তুগুলি স্থান ও কালে অবস্থান করে এবং এগুলি কোনো ব্যক্তিমনের ধারণা নয়।

[2] **জ্ঞেয়বস্তুর স্বরূপ:** এই মতবাদ অনুসারে বস্তু হল মুখ্য গুণের কল্পিত ও অজ্ঞাত আধার। আম... কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দিয়ে কতগুলি গুণের ধারণা প্রত্যক্ষ করি। যেমন—একটি কমলালেবুর ... বর্ণ, গন্ধ ইত্যাদি। কল্পনায় যদি এই গুণগুলিকে তুলে নেই তবে গুণগুলির অতিরিক্ত কো... প্রত্যক্ষ করি না। কিন্তু গুণগুলি তো শূন্যে থাকতে পারে না। তাই গুণগুলির আধার হিসেবে দ্রব্য... কল্পনা করতে হয় যা প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাই লকের মতে বস্তু বা দ্রব্য হল গুণের কল্পিত, অ... অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় আধার।

[3] **দ্রব্য ও গুণ ভিন্ন, স্বতন্ত্র:** সরল বস্তুবাদীদের মতে, দ্রব্য ও গুণ অভিন্ন। কিন্তু লকের মতে দ্রব্য... ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। দ্রব্য হল গুণের আধার, গুণ হল আধেয়। দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ হল আধার-আ... লকের এই বক্তব্য প্রতিরূপী বস্তুবাদকে সরল বস্তুবাদ থেকে পৃথক করেছে।

[4] **গুণের শ্রেণিবিভাগ:** লক প্রত্যক্ষগ্রাহ্য গুণগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন, যথা—

[a] *মুখ্য গুণ:* লকের মতে যে গুণগুলি সার্বিক, আবশ্যিক, অপরিবর্তনশীল, মন নিরপেক্ষ, বস্তুগ... গুণগুলিকে মুখ্য গুণ বলা হয়, যেমন—আকার, আয়তন, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি।

(ক) বস্তুবাদ (Realism)

৫.২ 'বস্তুবাদ' বলতে কী বোঝায় ?
What is meant by Realism?

যে মতবাদ অনুসারে জাগতিক বস্তুসমূহের অস্তিত্ব আমাদের জানার ওপর নির্ভর করে না, আমরা না জানলেও যাদের অস্তিত্ব থাকে, তাকে 'বস্তুবাদ' বলে। বস্তুবাদের সমর্থকরা এটাই বলেন যে, 'জ্ঞাতা-মন' যেমন আছে 'জ্ঞানের বিষয়ও' তেমনি আছে—উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। বস্তুর ওপর নির্ভর না করে যেমন জ্ঞাতা-মন আছে, তেমনি জ্ঞাতা-মনের ওপর নির্ভর না করে বস্তুও আছে। আমার মনের (জ্ঞাতা মনের) বাইরে গাছ, পাহাড়, নদী প্রভৃতি জগতের বিভিন্ন বস্তু আমার মনের ওপর নির্ভর না করেই আছে এবং থাকবে। জ্ঞাতা-মনের জানা বা না-জানার ওপর বস্তুর থাকা বা না-থাকা নির্ভর করে না। কথায়, জগৎ এবং জাগতিক বস্তুর মন-নিরপেক্ষভাবে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।

<u>বস্তুবাদের মূল বক্তব্যগুলি নিম্নরূপ :</u>

(১) 'জ্ঞান' বলতে বোঝায় দুটি **ভিন্ন বিষয়ের** মধ্যে সম্বন্ধ— 'জ্ঞাতা' এবং 'জ্ঞানের বিষয়ের' সম্বন্ধ। কাজেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানতে হয় যে, জ্ঞানের বিষয়টি জ্ঞাতাকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে থাকে। বস্তুবাদীদের মতে **জ্ঞাতা-মন যেমন আছে, জ্ঞানের বিষয়েরও তেমনি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব** আছে।

(২) **জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বস্তুর মধ্যে যে সম্পর্ক তা নেহাৎই বাহ্যিক সম্পর্ক, আন্তর-সম্পর্ক নয়।** আন্তর বা আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, যেখানে সম্বন্ধ ভেঙে দিলে ঐ সম্বন্ধে আবদ্ধ বিষয়দুটির মধ্যে একটির অস্তিত্ব নষ্ট হয়। যেমন—সমগ্র ও অংশের সম্বন্ধ। সমগ্র টেবিল থেকে তার একটি অংশ ভেঙে দিলে সেই ভাঙা অংশটির অস্তিত্ব থাকলেও 'সমগ্র' টেবিলটির আর অস্তিত্ব থাকে না। বাহ্যিক সম্বন্ধ আকস্মিক, তাই বিচ্ছেদ্য। বাহ্যিক সম্বন্ধ ভেঙে দিলে ঐ সম্বন্ধে আবদ্ধ বিষয়দুটি আগে যেমন ছিল, তেমনি থাকে। যেমন, হাতের সঙ্গে কলমের সম্বন্ধ। হাত থেকে কলমটি (টেবিলে) রেখে দিলে হাত এবং কলম যেমনটি ছিল তেমনই থাকে। **বস্তুবাদীদের মতে, জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞেয়-বস্তুর (যে বস্তুকে জানছি) সম্বন্ধ এমনই এক বাহ্যিক সম্বন্ধ।** আমার যখন টেবিলের জ্ঞান হয় তখন আমার সঙ্গে টেবিলের এক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে এবং ঐ সম্বন্ধ ভেঙে দিলে (আমি চোখ বন্ধ করলে বা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে) আমার (জ্ঞাতার) এবং টেবিলের (জ্ঞেয়-বস্তুর) অস্তিত্ব আগের মতনই থাকে। টেবিলটি আমার 'জ্ঞানের বিষয়' না হয়ে 'কেবল বিষয়' হয়ে থাকতে পারে। সহজ কথায়, **বস্তুবাদীদের মতে, 'জ্ঞানের বিষয়' না হয়েও বহু বিষয়ের অস্তিত্ব আছে।** এমন অজস্র বিষয় আছে যাদের আমরা জানিনা, যেসব এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। যেমন—সমুদ্রতলের অনাবিষ্কৃত মণি-মুক্তা।

(৩) **বস্তুবাদীরা বহুত্ববাদের সমর্থক।** জ্ঞান-সম্বন্ধ বাহ্যিক হলে মানতে হয় যে, জ্ঞাতার মনের বাইরে অজস্র বস্তু ছিল, আছে এবং থাকবে। এই জগতে অসংখ্য বস্তু আছে এবং তাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব মনের বাইরে। জগৎ-বৈচিত্র্যের মূলে হল এই সব ভিন্ন ভিন্ন অজস্র বস্তু।

(৪) বস্তুবাদীরা আরও বলেন যে, **আগে বস্তুর অস্তিত্ব পরে সেই বস্তুর জ্ঞান। কাজেই আমাদের জ্ঞান বস্তুকে অনুসরণ করে, বস্তু জ্ঞানকে অনুসরণ করে না।** আমাদের মনের ধারণা অনুসারে বস্তুর সৃষ্টি হয় না। অর্থাৎ বস্তুজ্ঞান বস্তুর দ্বারাই প্রভাবিত হয়, মনের দ্বারা নয়। বস্তু জ্ঞানকে সৃষ্টি করে, মন বা জ্ঞান বস্তুকে সৃষ্টি করে না।

৫.৩ বস্তুবাদের বিভিন্ন প্রকার
Different forms of Realism

সব বস্তুবাদী দার্শনিক মনের বাইরে বস্তুর (বস্তুজগতের) স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করলেও 'বস্তুজ্ঞান' প্রসঙ্গে

৫.৫. প্রতিরূপী বস্তুবা... ...tive Realism or Scientific Realism) ঃ

যে মতবাদে বস্তুর মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করা হলেও বস্তুর জ্ঞানকে 'পরোক্ষ' অর্থাৎ 'ধারণার মাধ্যমে জ্ঞান' বলা হয়, তাকে 'প্রতিরূপী বস্তুবাদ' বা 'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ' বলা হয়।

প্রতিরূপী বস্তুবাদ বা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের মূল বক্তব্যগুলি নিম্নরূপ :

১। যে জগতে আমরা বাস করি সে জগতে **অসংখ্য জড়বস্তু আছে।** যেমন—গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, বাড়িঘর ইত্যাদি।

২। এইসব **বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করে না,** আমরা প্রত্যক্ষ না করলেও তারা অস্তিত্বশীল থাকে।

৩। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্ক **বাহ্যিক** এবং সেই কারণে জ্ঞাতাকে বাদ দিয়ে জ্ঞেয় বস্তু অস্তিত্বশীল থাকে। বাহ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্পর্ক ছিন্ন হলে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের অস্তিত্ব বিনিষ্ট হয় না।

৪। বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না, **পরোক্ষজ্ঞান হয়।**

৫। ইন্দ্রিয়-অনুভবে সাক্ষাৎভাবে আমরা যা পাই তা বস্তু নয়, তা হল **বস্তুধর্মের প্রতিরূপ।** প্রতিরূপের কারণ যে **জড়বস্তু তা আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না।**

৬। প্রতিরূপের সঙ্গে বস্তুধর্মের কখনও সাদৃশ্য থাকে, আবার কখনও সাদৃশ্য থাকে না। সাদৃশ্য থাকলে জ্ঞান সত্য হয়, না থাকলে মিথ্যা হয়।

স্পষ্টতই, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বক্তব্যের ক্ষেত্রে সরল বস্তুবাদের সঙ্গে প্রতিরূপী বস্তুবাদের কোন গরমিল নেই। বাকী তিনটি উক্তির ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে সরল বস্তুবাদের সঙ্গে প্রতিরূপী বস্তুবাদের মূল পার্থক্য হল—**সরল বস্তুবাদ যেমন বিশ্বাস করে যে, বস্তুকে ইন্দ্রিয়ানুভবে সরাসরি জানা যায় এবং ইন্দ্রিয়ানুভবে আমরা যা পাই তা হল বস্তু ও বস্তুধর্ম, প্রতিরূপী বস্তুবাদ তেমন মনে করে না।** বস্তুকে সরাসরি জানি বললে, সকল প্রত্যক্ষই সঠিক হবে এবং তখন নির্ভুল প্রত্যক্ষের সঙ্গে ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষের, অমূল-প্রত্যক্ষের, কোন পার্থক্য দেখান যাবে না। এজন্য, সঠিক-প্রত্যক্ষের সঙ্গে ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষের পার্থক্য নির্দেশের জন্য, প্রতিরূপী বস্তুবাদীরা বলেন যে, **আমরা সরাসরি যা প্রত্যক্ষ করি তা বস্তু বা বস্তুধর্মের প্রতিরূপ বা ধারণা বা মনশ্চিত্র।** সরল বস্তুবাদীরা আমাদের মনের চেতনাকে 'সন্ধানী আলোর' (search light) সঙ্গে তুলনা করেছেন, যা বস্তুরূপকে সঠিকরূপে উদ্ভাসিত করে। কিন্তু প্রতিরূপী বস্তুবাদীরা আমাদের মনকে 'ফটো তোলার প্লেট' (plate of camera)-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। ফটো তোলার প্লেটের ওপর যেমন বস্তুর পরিবর্তে বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি আমাদের মনের ওপরও বস্তুর পরিবর্তে তার প্রতিবিম্ব বা মনশ্চিত্র পড়ে। অর্থাৎ **'বস্তুর' পরিবর্তে আমরা বস্তুর প্রতিবিম্ব বা মনশ্চিত্রকেই জানি।** প্রতিরূপী বস্তুবাদীরা তাই মনে করেন, বস্তুর পরিবর্তে আমরা তার প্রতিরূপ বা প্রতিবিম্বকে জানি। এরকম বললে ভ্রম-প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যা করা সহজ হয় ; কেননা, তখন বলা চলে—'ভ্রম-প্রত্যক্ষে প্রতিরূপের সঙ্গে বস্তুর মিল হয় না, কিন্তু সঠিক-প্রত্যক্ষে বস্তুর সঙ্গে প্রতিরূপের মিল হয়।'

বলা হয়, কেননা,

উল্লেখ করেন। যথা—**মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ**। এই মতবাদকে **প্রতীকবাদ** বা **প্রতিরূপী বস্তুবাদ বলার** কারণ হল, এই মতে আমরা সরাসরি বস্তুকে জানি না, জানি বস্তুর ধারণা বা প্রতিরূপ। ধারণা বা প্রতিরূপ হল বস্তুর প্রতীক। জড়বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও আমরা তাকে ধারণা বা প্রতিরূপের **মাধ্যমে** জানি। ধারণা বা বস্তু-প্রতিরূপই হল আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়। জ্ঞাতাকে 'ম' অক্ষরে, প্রত্যক্ষগোচর ধারণাকে 'ধ' অক্ষরে এবং জড়বস্তুকে 'জ' অক্ষরে প্রতীকায়িত করলে লকের মতবাদটি হয়—

$$ম \rightarrow ধ \leftarrow জ$$

অর্থাৎ মন সরাসরি যা প্রত্যক্ষ করে তা হল ধারণা, বস্তু নয়। ধারণার **কারণস্বরূপ** জড়বস্তু থাকলেও তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকে। **ধারণা বা প্রতিরূপের সঙ্গে বাহ্যবস্তুর মিল হলে আমাদের জ্ঞান সত্য হয়, মিল না হলে জ্ঞান মিথ্যা হয়।**

লক্ তৎকালীন বিজ্ঞানকে অনুসরণ করে বস্তুর গুণকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ। মুখ্য গুণ হল বস্তুর নিজস্ব গুণ, যা কেউ প্রত্যক্ষ করুক অথবা না করুক, বস্তুর মধ্যেই থাকে। বিজ্ঞান যেসব বস্তুধর্ম নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করে, যেসব ধর্মের পরিমাপ সম্ভব, সেই সব ধর্ম বা গুণ হল মুখ্য গুণ। যেমন—বিস্তার, আকার, আয়তন, গতি, ভার ইত্যাদি। বস্তুর স্বভাবেই এসব ধর্ম আছে। **মুখ্য গুণ প্রতিটি জড়বস্তুর সাধারণ গুণ।**

অপরপক্ষে, **গৌণ গুণ বস্তুর নিজস্ব গুণ নয়।** গৌণ গুণ বস্তুর ওপর যেমন নির্ভর করে, তেমনি নির্ভর করে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভবের ওপর। বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, উষ্ণতা প্রভৃতি গৌণ গুণ। গৌণ গুণের অনুভব আমাদের যেভাবে হয়, ঠিক সেভাবে তারা বস্তুতে থাকে না। বস্তুকে আমরা যখন লাল দেখি তখন বস্তুটিও যে লাল, অর্থাৎ লাল ধর্মটি যে বস্তুকে আশ্রয় করে আছে, তা নয়। চোখ না থাকলে, বর্ণ-সংবেদন না হলে, 'বর্ণ আছে'—বলা যায় না। অনুভব না হলে কোন বস্তুই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় হয় না। লকের ভাষায়—আমাদের অনুভবের বাইরে যে জগৎ, 'তা মিষ্টি অথবা টক নয়, উজ্জ্বল অথবা অন্ধকার নয়, নিঃশব্দ অথবা শব্দিত নয়, উষ্ণ অথবা শীতল নয়।'

কিন্তু গৌণ গুণ মুখ্য গুণের মতো বস্তুগত না হলেও, কল্পিতও নয়। এদের যে কোনরূপ বাস্তব ভিত্তি নেই, তা নয়। এই বাস্তব ভিত্তি হল, বস্তুর অন্তর্নিহিত এক অজ্ঞাত শক্তি। **বস্তুর** মধ্যে এক অজ্ঞাত শক্তি আছে যার বলে বস্তু আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উদ্দীপিত করে ও রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি গৌণ গুণের **ধারণার** সৃষ্টি করে। কাজেই গৌণ গুণগুলি স্বরূপে বস্তুতে না থাকলেও 'ধারণার উৎপাদক-শক্তিরূপে' তাদের বস্তুগত সত্তা আছে। তবে যেহেতু তারা স্বরূপে বস্তুতে নেই, যেহেতু তাদের প্রকৃতি ব্যক্তির অনুভবের ওপর নির্ভর করে, সে-কারণে তাদের বস্তুগত না বলে **'মনোসাপেক্ষ গুণ'** বলা হয়।

অতএব মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল—**মুখ্য গুণ বস্তুগত, মুখ্য গুণের ধারণার সঙ্গে বস্তুর গুণের সাদৃশ্য থাকে।** জড় বস্তুতে আমরা বিস্তার ধর্মটি প্রত্যক্ষ

করি, অর্থাৎ জড়বস্তু দেখে আমাদের বিস্তারের ধারণা হয় এবং বিস্তার ধর্মটি প্রকৃতই বস্তুতে আছে। প্রতিটি জড়বস্তুই বিস্তারযুক্ত। গৌণ গুণ এই অর্থে বস্তুগত নয়। **গৌণ গুণের ধারণার সঙ্গে বস্তুর গুণের কোন সাদৃশ্য থাকে না।** যখন কোন বস্তুকে আমরা লাল দেখি, অর্থাৎ বস্তুটি দেখে আমাদের মনে লালের ধারণা হয়, তখন লাল ধর্মটি যে প্রকৃতই বস্তুতে আছে—এমন নয়। যে বস্তুকে আমরা লাল বলি, সেই বস্তুটি প্রকৃতই লাল নয়, বস্তুটির মধ্যে এমন এক শক্তি আছে যা আমাদের মনে লালের ধারণার সৃষ্টি করে। **এই অর্থে গৌণ গুণ মনোগত।**

[**নিম্নলিখিতভাবে লক্ মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন :**

(১) মুখ্য গুণ জড়বস্তুর সাধারণ গুণ—প্রতিটি জড়বস্তুকেই আশ্রয় করে থাকে। জড়বস্তু ছোট অথবা বড় হোক, কঠিন অথবা তরল হোক, তার বিস্তার, আকার, আয়তন প্রভৃতি মুখ্য গুণগুলি অবশ্যই থাকে। অপরপক্ষে, **গৌণ গুণ সব জড়বস্তুতে সাধারণভাবে থাকে না।** সব বস্তুই লাল নয়, অথবা সুগন্ধি নয়।

(২) মুখ্য গুণ বস্তুর নিজস্ব গুণ বলে তার কোন পরিবর্তন হয় না। বস্তুর কাঠিন্য, আকার, আয়তন ইত্যাদি কেউ প্রত্যক্ষ করুক অথবা না করুক, সব সময়ে বস্তুকে আশ্রয় করে থাকে এবং তাদের কোন পরিবর্তন হয় না। যা কঠিন তা সব সময়ে কঠিন এবং সকলের কাছে কঠিন। স্থানভেদে ও কালভেদে এসব গুণের প্রত্যক্ষ ভিন্নরকম হয় না। **অপরপক্ষে, গৌণ গুণ স্থানভেদে, কালভেদে, ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রত্যক্ষ হয়।** দিনের আলোর পরিবর্তনের সঙ্গে বস্তুর রংয়ের পরিবর্তন হয়। রং যেমন আলোর ওপর নির্ভর করে তেমনি ইন্দ্রিয়ের গঠন-প্রকৃতি ও সামর্থ্যের ওপরও নির্ভর করে। বর্ণান্ধ ব্যক্তি রং প্রত্যক্ষ করে না। পাণ্ডু রোগী সব কিছু হলুদ দেখে। খালি চোখে রক্ত লাল দেখায়, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রক্তকে লাল আভাযুক্ত স্বচ্ছ পদার্থ মনে হয়। এসব থেকে এই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, লাল রং বস্তুর ধর্ম নয়। অন্যান্য গৌণ গুণ সম্পর্কেও একই কথা বলতে হয়।

(৩) মুখ্য গুণ বস্তুর অবিচ্ছেদ্য গুণ। জড়বস্তু থেকে মুখ্য গুণকে কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না—কোন না কোনভাবে তা থেকে যায়। অপরপক্ষে **গৌণ গুণ বিচ্ছেদ্য।** গৌণ গুণকে বস্তু থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন বা বিলুপ্ত করা যায়। সুরভিত রঙিন মাখন বা মোমকে উত্তাপ দিলে তা তরল হয়। ঐ তরল মাখন বা মোমে আগের রং ও গন্ধ থাকে না, কিন্তু তারও একটা আকার আয়তন ও ভার থেকে যায়।

(৪) বস্তুর যেমন মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে, **মুখ্য গুণগুলিরও তেমনি মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। কাজেই মুখ্য গুণের ধারণার সঙ্গে বস্তুধর্মের সাদৃশ্য বা মিল থাকে।** আমাদের অনুভবে কাঠিন্যের ধারণা হলে বস্তুতেও কাঠিন্য ধর্মটি থাকে। অপরপক্ষে, **গৌণ গুণগুলি মুখ্য গুণের মতো বস্তুতে নেই।** কাজেই **গৌণ গুণের ধারণার সঙ্গে বস্তুধর্মের মিল বা সাদৃশ্য থাকে না।** বস্তুতে যা আছে তা হল গৌণ গুণের ধারণা উৎপাদনকারী বিভিন্ন শক্তি। এসব শক্তি বস্তুগত, কিন্তু শক্তি থেকে সৃষ্ট ধারণা মনোগত। তাই গৌণ গুণের ক্ষেত্রে মনের ধারণার সঙ্গে বস্তুধর্মের মিল থাকে না। আমাদের অনুভবে লালের ধারণা হলে বস্তুতে লালের ধারণার পরিবর্তে থাকে লাল উৎপাদনকারী শক্তি।]

লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদের সারকথা হল—আমরা সরাসরি যা প্রত্যক্ষ করি তা বস্তু

নয়, তা হল বস্তুধর্মের ধারণা, অর্থাৎ মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের ধারণা। কিন্তু গুণ কখন স্বনির্ভর নয়। গুণের পশ্চাতে একটা আধার অবশ্যই থাকে। গুণগুলি প্রত্যক্ষের বিষয় হলে আধার অপ্রত্যক্ষের বিষয়। গুণের এই অজ্ঞাত আধারকেই লক জড়দ্রব্য বা জড়ব বলেছেন। **লকের মতে, জড়বস্তু বা জড়দ্রব্য হল প্রত্যক্ষগোচর গুণসমূহের কল্পিত, কি অজ্ঞাত, আধার।** লকের বস্তুবাদে তাই দুটি বিষয়ের স্বীকৃতি আছে—প্রত্যক্ষগোচর গুণাব ও অপ্রত্যক্ষগোচর জড়দ্রব্য। লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদকে একারণে **জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ** (Epistemological dualism) বলা হয়। জ্ঞানের সত্যাসত্য নির্ণয় প্রসঙ্গে লক বলেছেন— **প্রত্যক্ষগোচর গুণের ধারণার সঙ্গে যখন (অপ্রত্যক্ষগোচর) বস্তুর মিল হয়, তখন জ্ঞা সত্য হয়, আর যখন মিল হয় না, তখন আমাদের জ্ঞান মিথ্যা হয়।**

৫.৬. প্রতিরূপী বস্তুবাদের সমালোচনা (Criticism) :

বস্তুর মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে লক্ যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন, ভাববাদী দার্শনি বার্কলের মতে তা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। **নিম্নোক্ত যুক্তির মাধ্যমে বার্কলে মুখ্য গুণ ও গৌ গুণের মধ্যে পার্থক্য অস্বীকার করেন :**

(১) 'মুখ্য গুণ সব জড়বস্তুর সাধারণ ধর্ম, গৌণ গুণ বস্তুর সাধারণ ধর্ম নয়'—লকে একথা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। মুখ্য গুণকে বস্তুর সাধারণ ধর্ম বললে গৌণ গুণকেও প্রতি জড়বস্তুর সাধারণ ধর্ম বলতে হয়। সব জড়বস্তু যেমন বিস্তারযুক্ত তেমনি প্রতিটি জড়ব রংযুক্ত। রং বলতে বিশেষ কোন রং যেমন, 'লাল রং' বোঝায় না। 'রং' বলতে বোঝা 'কোন না কোন রং'। জড়বস্তুর কোন না কোন রং থাকে। অন্যান্য গৌণ গুণ সম্পর্কেও একা কথা বলা চলে।

(২) মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত। গৌণ গুণকে বাদ দিয়ে মুখ্য গুণে কল্পনাও করা যায় না। রংহীন আকার চিন্তা করা যায় না। দেওয়ালের ওপর কোন আকা আঁকলে আকারটি রংহীন থাকে না—আকারের মধ্যবর্তী অংশ কোন না কোন রংয়ের অবশ্য হয়। বার্কলের মতে, 'আকার হল রংয়ের প্রান্তরেখা।' উভয়ের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। কাজে রংকে গৌণ গুণ বললে আকারকেও গৌণ গুণ বলতে হয়, আর আকারকে মুখ্য গুণ বললে রংকেও মুখ্য গুণ বলতে হয়। প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট কোন পার্থক্য নেই।

(৩) অবস্থাভেদে, স্থান-কালভেদে রং, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদির পরিবর্তন হয় বলে লক্ এদে গৌণ গুণ বলেছেন। বার্কলের অভিমত হল, লকের এই অভিমত স্বীকার করলে আকার আয়তন (লক্ যাদের 'মুখ্য গুণ' বলেছেন) ইত্যাদিকেও 'গৌণ গুণ' বলতে হয়, কেননা— অবস্থাভেদে, স্থান-কালভেদে এদেরও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একই বস্তুকে ভিন্ন দৃষ্টিকো থেকে ভিন্ন আকৃতির বলে মনে হয়। একটি টাকাকে ওপর থেকে দেখলে গোল দেখায়, আবার পাশ থেকে দেখলে অর্ধচন্দ্রাকার দেখায়। কাছ থেকে যাকে বড় দেখায়, দূরে গেলে তাকে ছো দেখায়। কাজেই উভয় প্রকার গুণের প্রকৃতি যে একই তা মানতে হয়। 'অবস্থাভে পরিবর্তন', যদি গৌণ গুণের লক্ষণ হয়, তাহলে লক্ যাদের 'মুখ্য গুণ' বলেছেন তাদেরও 'গৌণ গুণ' বলতে হয়।

(৪) 'মুখ্য গুণকে বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, কিন্তু গৌণ গুণকে বস্তু থেকে বিচ্ছি

করা যায়'—লকের এই যুক্তিও অসার। বর্ণযুক্ত সুগন্ধি মাখনকে আগুনে তরল করলে, তরল পদার্থের যেমন কোন না কোন আকার থাকে, তেমনি কোন-না-কোন রংও থাকে। আবার তাতে আগের রং বা গন্ধ যেমন থাকে না, তেমনি আগের আকার ও আয়তনও থাকে না। অতএব, মুখ্য গুণের অপরিবর্তনীয়তা স্বীকার করলে গৌণ গুণের অপরিবর্তনীয়তা স্বীকার করতে হয় এবং গৌণ গুণের পরিবর্তনশীলতা উল্লেখ করলে মুখ্য গুণের পরিবর্তনশীলতারও উল্লেখ করতে হয়।

(৫) গৌণ গুণের ধারণা যেমন ইন্দ্রিয়-সংবেদনের ওপর নির্ভরশীল, মুখ্য গুণের ধারণাও তেমনি ইন্দ্রিয়-সংবেদনের ওপর নির্ভরশীল। রংয়ের ধারণা যেমন চোখের ওপর নির্ভরশীল, বস্তুর আকার-আয়তনও তেমনি চোখ, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভরশীল। ইন্দ্রিয়সংবেদন না হলে বাহ্যজগৎ শুধু রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শূন্য হয় না, সে জগতের কোন আকার আয়তনও থাকে না। কাজেই, লকের মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে সুস্পষ্ট কোন পার্থক্য নেই। উভয়কে একজাতীয় গুণ বলাই সঙ্গত। জড়বস্তু যখন অজ্ঞাত তখন মুখ্য গুণকে 'বস্তুর গুণ' বলার কোন যুক্তি নেই। বার্কলের মতে, সব গুণই যখন অনুভবের ওপর নির্ভর করে তখন সব গুণই হল মনোসাপেক্ষ।

(৬) লকের মতে, মুখ্য গুণের ধারণার সঙ্গে বস্তুর গুণের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু লকের একথার সঙ্গে তাঁর পূর্বকথার সঙ্গতি নেই। লকের পূর্বকথা হল—আমাদের জ্ঞান ধারণার জগতেই সীমাবদ্ধ; ধারণার বাইরে বস্তুটি কি এবং তার ধর্মই বা কি, তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এমন ক্ষেত্রে, বস্তুধর্ম যদি আমাদের অজানা বিষয় হয়, তবে তার সঙ্গে আমাদের মনের ধারণার মিল হল কি হল না—কিছুই বলা সম্ভব হয় না। মুখ্য 'গুণের ধারণাকে' (জ্ঞাত বিষয়) 'মুখ্য গুণের' (অজ্ঞাত বিষয়) সঙ্গে যখন পাশাপাশি রেখে তুলনা করা সম্ভব নয়, তখন তাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে অথবা নেই—কোন কিছুই বলা যায় না। 'ক' যদি অজ্ঞাত ব্যক্তি হয় তবে আমার সামনের 'খ' চিত্রটির সঙ্গে তার মিল আছে—একথা বলা চলে না।

(৭) সর্বোপরি লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদ বাহ্যজগতের অস্তিত্বকেই প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের ধারণার **কারণস্বরূপ** লক্ বস্তু বা জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু অজ্ঞাত জড়দ্রব্য জ্ঞাত ধারণার কারণ বলে গ্রাহ্য হতে পারে না। 'ক হল খ-এর কারণ'—বলতে গেলে ক ও খ উভয়কেই **জ্ঞাত বিষয়** হতে হয় এবং উভয়কেই **সমধর্মী** হতে হয়। আমরা আগুনকে উত্তাপের কারণ বলি, কেননা আগুন ও উত্তাপ উভয়কে নিয়ত -সম্পর্কে আবদ্ধ দেখি এবং আগুন ও উত্তাপ উভয়েই জড়ধর্মী। কিন্তু ন্যায়সম্মতভাবে জড়বস্তুকে ধারণার কারণ বলতে পারি না, কেননা ধারণা জ্ঞাত বিষয় হলেও জড়দ্রব্য অজ্ঞাত, এবং ধারণা মননধর্মী ও জড়দ্রব্য অচেতনধর্মী। এমন হতে পারে যে, যাদের আমরা প্রতিরূপ বা ধারণা বলি তারাই হল আসল বস্তু, অথবা এমনও হতে পারে যে, ধারণার কারণ কোন অজ্ঞাত চেতনধর্মী পদার্থ।

আসলে, লক্ তাঁর প্রতিরূপী বস্তুবাদে **জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে প্রতিরূপের (ধারণার) প্রাচীর তুলে বস্তুবাদের পরিবর্তে ভাববাদের** (Idealism) **পথকেই প্রশস্ত করেছেন।** লক্ স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, আমাদের জ্ঞান ধারণার (প্রতিরূপের) জগতেই

সীমাবদ্ধ—ধারণার বাইরে কি আছে তা আমাদের জানা সাধ্যাতীত। জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে 'ধারণার এই কল্পিত প্রাচীর (ম→ধ←জ), কাঁচের প্রাচীরের মতো স্বচ্ছ নয়, তা যেন এক **লৌহ-যবনিকা** (লোহার প্রাচীর)। লৌহ-যবনিকা স্বরূপ এই প্রতিরূপের (ধারণার) আড়াল ভেদ করে যবনিকার অন্তরালে বস্তুত কি আছে, জ্ঞাতার পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। এমন অভিমত প্রকাশ করার জন্য লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদকে অনেকে '**লৌহ-যবনিকা-তত্ত্ব** (iron-curtain theory) নামে চিহ্নিত করেছেন।

কাজেই, লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদের অনিবার্য পরিণতি হল বার্কলের (Berkeley) **আত্মগত ভাববাদ**। মন যদি সাক্ষাৎভাবে শুধু প্রতিরূপ বা ধারণাকে জানতে পারে, তবে মনোনিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করে একথাই বলতে হয় যে, 'কেবল ধারণাই আছে।'

in the contention of the naive realists. Naive realism cannot explain the phenomena of wrong knowledge as illusion, dream, hallucination, double vision etc. The objects of our experience in these phenomena cannot be said to exist as real things in the world. Some of the objects of our experience, therefore, have no independent existence in the external world. These objects exist only in our minds as ideas. Moreover, what we perceive does not solely depend on the nature of the object, it also depends on the perceiving mind. The same water seems cold to a warmer hand and warm to another hand which handled ice previously. Again a straight stick looks broken when half-immersed in water. But the stick cannot be both straight and broken at the same time.

Naive realism contends that the qualities we perceive in objects have real existence in the objects. But we find that there are some qualities, viz., colour, taste, sound, touch, smell, which depend for their existence on our mind. They have no existence independently of our mind. A flower is red to me, but to a colour-blind man it is grey. The colour that we perceive cannot be in the thing, but must be in my mind as an idea. These considerations lead us beyond naive realism. We are to hold that what we directly know are not things with their qualities but mental states or ideas which are perhaps produced in us by external things.

3. Theory of Scientific or Critical Realism

Locke established *Scientific* or *Critical Realism*. Consciousness, according to commonsense realism, is like a beam of light which shines through our sense-organs and illumines the world as it really is. But Locke holds that consciousness is like a photographic plate on which external things are represented. The qualities like colour, taste, smell etc., do not inhere in the external physical objects. They are, on the contrary, ideas of our mind. Popular or naive realism has many defects. Locke removed these defects and established scientific or critical realism. Locke's theory is called scientific realism because it is consistent with the scientific thoughts of his time. It is also known as critical realism, because his realism is based on critical reflection.

Locke's theory is also known as *representationalism*, because according to his theory, mind never perceives anything external to itself. Mind can perceive only its own ideas. Mind can directly

perceive its own ideas, its own states and processes. Consciousness is like a screen on which are represented the images of external things. The *ideas* are *representations* or *copies* or *images* of the qualities of real things which are external to the mind. We can only perceive these *ideas*, and not the real things. We can, however, know things *directly* through the ideas. The things exist independently of our mind as the ground of the ideas. The things of the external world cannot be directly known by the mind. But these things act on our mind and produce certain ideas in it. We know external things through the ideas which they produce in our mind. According to Locke, knowledge is true in so far as it corresponds to its objects. This means that if the ideas constituting knowledge are exact copies of these objects, knowledge will be true. If not, then false.

Locke makes an important distinction between the *primary* and *secondary qualities* of things. Primary qualities are extension, impenetrability, divisibility, motion, shape, size and the like. Secondary qualities are colour, taste, smell, temperature etc. Primary qualities belong to the external physical things and are entirely independent of the mind that perceives them. Primary qualities are, therefore, *real* and *objective* qualities. The secondary qualities, on the other hand, do not belong to things. They exist only in the consciousness of the subject as sensations and ideas. Secondary qualities are, therefore, *subjective*.

Distinction between primary and secondary qualities got the approval and support of the then scientists. This distinction has also been adopted by Descartes, Spinoza and others of their group. Locke has put forward arguments on behalf of this distinction. Secondary qualities vary under different conditions in the same object to different individuals and to the same person at different times. What is sweet to one is bitter to another. Hence Locke argues that these qualities are not objective extra-mental qualities of things, but are only *subjective* modes of our sensibility. But primary qualities belong to things. Whatever we may do to things they will never cease to exhibit these qualities. We may melt wax; its colour will change, but it will still possess some shape, weight etc. Primary qualities are, therefore, objective and do not depend on our mind for their existence. Secondary qualities are mere sensations or ideas. The external things possess primary qualities by their own right and these primary qualities have

various *powers* to produce effects or sensations in our minds which are the secondary qualities. But there is no similarity between these 'powers' and their 'effects'. Sound is produced by air-vibrations exciting the auditory nerve. But sound does not resemble air-vibrations by which it is produced. A mango is not sweet in itself, but has a *power* of producing sweet taste when it comes into contact with the tongue. The secondary qualities do not correspond to any real qualities outside. But the primary qualities are true copies of qualities existing in external things. Hence the primary qualities are objective while the secondary qualities are subjective.

Locke thinks that there must be a material *substance* in the external world as the support of the primary qualities. But we do not know this substance. We directly know only the qualities. But as several qualities are perceived together, there must be a substratum of these qualities. This "substance" is *unknown* and *unknowable*. The external world outside of our minds is neither sweet nor bitter, neither bright nor dark, neither silent nor resonant, neither fragrant nor foul-smelling, neither hot nor cold, but is extended and impenetrable.

Criticism : Scientific or critical realism has sought in its own way to explain how knowledge becomes wrong. But this explanation does not seem to be reasonable. Knowledge is true in so far as it corresponds to its objects. In other words, knowledge will be true if the ideas resemble the objects. If not, knowledge will be false. Even if we suppose that in true knowledge our ideas resemble external objects, we do not see how this resemblance can be known. The objects are external to the mind and so cannot be directly known by us. Hence we cannot compare the objects with our ideas and say whether our ideas resemble them or not. Representationalism is the doctrine of epistemological dualism, because it believes in two worlds—the world of mind with its ideas, and the world of external substances possessing only primary qualities. But the theory cannot justify its belief in the external world. If the mind cannot know anything but its own ideas, the so-called external world becomes unknown and unknowable. Hence Locke's critical realism is a step towards idealism. We may as well doubt the existence of the external object when Locke asserts that they cannot be directly known. Berkeley saw this difficulty in Locke's theory and eliminated the external independent reality. Again Locke believed in the existence of external

reality as the "cause" of our ideas. But if we do not know anything about the external reality, we cannot also know that it is the cause of our ideas.

The critical realism of Locke is half realism and half idealism—realism in respect of primary qualities, and idealism in respect of secondary qualities. But we cannot draw such an arbitrary distinction between primary qualities and secondary qualities. In regarding the primary qualities as objective, and the secondary qualities subjective, we mistake, as Marvin points out, exceptional or *variable* existence for subjective existence, and constant, permanent or universal existence for objective existence. If the primary qualities are objective, the secondary qualities are also so. Again, the same arguments by which Locke established the subjectivity of the secondary qualities may also be directed against the objectivity of the primary qualities. Extension, shape, weight etc., are revealed to us by our senses. They cannot exist without being perceived by sight and touch.

Prof. Whitehead admirably sums up Locke's position as follows : "Thus the bodies are perceived as with qualities which in reality do not belong to them, qualities which in fact are purely the offspring of the mind. Thus nature gets credit which should in truth be reserved for ourselves : the rose for its scent, the nightingale for his song, and the sun for his radiance. The poets are entirely mistaken. They should address their lyrics to themselves, and should turn them into odes of self-congratulation on the excellency of human mind. Nature is a dull affair, soundless, scentless, colourless ; merely the hurrying of material, endlessly, meaninglessly."

Primary qualities and secondary qualities

Locke's critical realism is based upon his distinction of qualities of things into primary and secondary. Locke believes in the existence of two worlds—the world of mind with its ideas, and the world of external substances. External substances exist, but not with all their qualities, as naive realism holds. Part of the object exists out there in the external world, and part of it exists in our mind. All the qualities of matter are not equally essential and real, as naive realism holds. Locke draws a distinction between primary qualities and secondary qualities of thing. Amongst the primary qualities he mentions extension, motion, impenetrability, inertia and rest. Among the secondary qualities he enumerates colour, taste, smell, temperature

objective or metaphysical idealism. So, idealists are in general monists.

Q. 4. Explain critically Berkeley's Idealism.

Ans. In the history of Western Philosophy, Berkeley's idealism is known as subjective Idealism. The idealism of Berkeley denies the reality of the external objects and reduces them to the subjective ideas of the finite minds. This theory admits the existence of God and finite minds only.

In Berkeley's theory we find the development of the empiricism of Locke to its logical consequence of idealism. He does not admit the existence of Locke's substance and considers matter as a cluster of qualities. All the qualities of matter, according to Berkeley, are nothing but ideas of our minds, whatever exists, exists as ideas of our minds. Berkeyley advocates that the existence of a thing consists in its being

perceived, 'Esse est percipi'. As we know nothing but the ideas of our mind, the conception of matter is 'a dogmative and superfluous assumption.'

Berkeley criticises the distinction between the primary qualities and secondary qualities, and argues that the primary qualities like secondary qualities are subjective. He offers following arguments in this regards.

(1) The primary qualities like extension, solidity etc. are perceived by the mind. As whatever is perceived is an idea, so these are also ideas of the mind. These have no extra-mental existence.

(2) The primary qualities like the secondary qualities vary from individual to individual. What is heavy to one person is light to another. Hence primary qualities are not objective qualities but ideas of the mind.

(3) The primary qualities and the secondary qualities cannot be perceived distinctly. We cannot perceive colour and extension separately from one another. So if the secondary qualities are subjective, the primary qualities must also be considered as subjective.

Berkeley does not recognise the reality of Locke's substance. To him as the existence of a thing consists in its being perceived and as substance cannot be perceived its existence cannot be admitted. As the primary qualities are ideas of the mind there is no need of assuming the existence of substance to support them. Locke himself admits that substance is unknown and unknowable. So substance does not exist.

According to Berkeley, as object can never be perceived apart from its sensations, the object and its sensations are the same thing. A perceived object being identical with sensation has no existence outside of mind Locke maintains that ideas are copies or representations of external objects. Berkeley argues if ideas are objects, they must be identical in nature. The objects must be ideas.

Berkeley argues that an object is a cluster of qualities and qualities are nothing but ideas of our minds. So the existence of an object is mind-dependent. Attempt may be made to refute Berkeley's idealism by an appeal to commonsense. For refuting Berkeley's theory, Dr. Johnson struck his foot with great force against a stone and said, 'I refute it thus'. But he could not refute Berkeley's theory for he could not prove the existence of the extra-mental reality of the stone substance. He has simple experience of some visual and muscular sensations only. So

according to Berkeley, it is not possible to know an object which is not related to the knowing subject.

If Berkeley's theory is considered right, the question arises how can we assert the existence of a thing when it is not being perceived by any mind. Berkeley solves this problem by introducing God or the Infinite mind. When an object has to exist it has to be the ideas of a mind, and this mind may not be a finite mind, it may be also an Infinite mind or God. By introducing God, Berkeley accounts for the continued existence of objects. If he had not done that, the whole world would have been reduced to physical states of an individual and would have logically led his view to solipsism.

Berkeyley's idealism has the following shortcomings :

(a) According to Berkeley, the existence of a thing consists in its being perceived. But unless a thing exists, it cannot be the object of our perception. We can perceive a thing because it exists, its existence is not affected by the mind's knowledge of it.

(b) According to Berkeley, the sensible object 'blue' and the sensation of blue are identical with each other. But in reality, the objection must be different from its sensation. Two things may not be perceived apart from each other but for that reason we cannot conclude that they are identical with each other.

(c) Samuel Alexander has rightly pointed out that a thing does not depend on mind for its existence, though it so depends in order to be known.

(d) Berkeley argues if ideas are copies of extra-mental objects. they are like objects and if there is likeness between ideas and objects, the objects must be ideas. But Berkeley's argument is not correct because Likeness does not necessarily mean identity in nature'.

৫.১১. বার্কলের আত্মগত ভাববাদ (Subjective Idealism of Berkeley) :

লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদের অনিবার্য পরিণতি হল বার্কলের আত্মগত ভাববাদ। এই মতে জ্ঞেয় বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা নেই, **জ্ঞেয় বস্তু হল জ্ঞাতার চেতনারই কোন বৃত্তি বা ধারণা।** মনোনিরপেক্ষভাবে জড়বস্তু নেই। বস্তু বা বস্তুধর্ম হল জ্ঞাতার মনোমধ্যস্থ ধারণা মাত্র। **বার্কলে জড়বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন।** লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুযায়ী আমরা সরাসরি যা প্রত্যক্ষ করি তা বস্তুর গুণ-সংক্রান্ত কতকগুলি ধারণা। জড়বস্তুকে **আমরা** কখনও প্রত্যক্ষ করি না। লকের এই মতবাদের সঙ্গে বার্কলে একমত। তিনিও বলেছেন, ধারণাই আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। লকের সঙ্গে বার্কলের পার্থক্য হল—**লক্ যে গুণাতিরিক্ত অজ্ঞাত এক জড়দ্রব্যের কথা বলেছেন, বার্কলে সেই জড়দ্রব্যকে অস্বীকার করেছেন।** বার্কলের মতে, 'দ্রব্য আছে কিন্তু প্রত্যক্ষগোচর নয়'—লকের এই উক্তি স্ববিরোধী। যা আছে তাকে দেখা যাবে, অনুভব করা যাবে। যার প্রত্যক্ষ অনুভব নেই, অভিজ্ঞতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তা সৎ নয়।

এই তত্ত্বটি বার্কলে তাঁর স্মরণীয় ল্যাটিন বাক্যে প্রকাশ করেছেন।—'Esse est percipi.' অর্থাৎ 'অস্তিত্বের অর্থ হল প্রত্যক্ষগোচর হওয়া'—'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-নির্ভর'—'অস্তিত্বশীলতা ও প্রত্যক্ষণীয়তা অভিন্ন'। সুতরাং 'জড়বস্তু আছে' একথা বলা যায় না। উপরন্তু, লক্ যে মুখ্য গুণকে বস্তুধর্ম বলেছেন, বার্কলে তাও অস্বীকার করেছেন (বস্তুবাদের সমালোচনা অংশটি ৫.৬. দ্রষ্টব্য)। বার্কলের মতে, **মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে প্রকৃত কোন পার্থক্য নেই।** গৌণ গুণের অস্তিত্ব যেমন অনুভব-সাপেক্ষ, মুখ্য গুণের অস্তিত্বও তেমনি অনুভব-

সাপেক্ষ। গৌণ গুণের মতো মুখ্য গুণও আমাদের অনুভবজনিত ধারণামাত্র। **জড়বস্তু নেই, বস্তুধর্মও (মুখ্য গুণ) নেই,** কেননা এসব প্রত্যক্ষ হয় না। ধারণাই শুধু প্রত্যক্ষের বিষয়। অতএব **ধারণাই আছে।**

ধারণা হল মনোমধ্যস্থ ধারণা। **ধারণার অস্তিত্ব স্বীকার করলে মনের অস্তিত্বও মানতে হয়।** অতএব, বার্কলের মতে, **ধারণা আছে এবং মন আছে।** মনের অস্তিত্ব সংশয়াতীত। মন **এবং** তার ধারণা ছাড়া আর কিছু নেই। লকের বস্তুবাদের এটাই হল যুক্তিসম্মত পরিণতি। জ্ঞাতাকে 'ম' অক্ষরে, প্রত্যক্ষগোচর ধারণাকে 'ধ' অক্ষরে এবং জড়বস্তুকে 'জ' অক্ষরে প্রতীকায়িত করলে লকের মতবাদটি নিম্নরূপ হয় :

ম→ধ←জ

প্রকৃতপক্ষে লকের এই মতবাদই বার্কলের আত্মগত ভাববাদের পথ প্রস্তুত করেছে। মন যখন ধারণা ছাড়া কিছু প্রত্যক্ষ করে না তখন যুক্তিসম্মতভাবে যা বলা যায়, তা হল—

ম→ধ

অর্থাৎ মন আছে এবং মনের ধারণা আছে। জড়বস্তু নেই। যাকে আমরা জড়বস্তু বলি, তা হল ধারণার সমষ্টি। সমগ্র **বিশ্বে** আছে শুধু মন এবং তার ধারণা।

জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদে, অভিজ্ঞতাবাদের **দৃষ্টিকোণ** থেকে বার্কলে তাঁর ভাববাদ **প্রতিষ্ঠা** করেন। অভিজ্ঞতায় সরাসরি আমরা যা পাই তা হল ধারণা। এসব ধারণাকে জড়বস্তুর ধারণা বলা চলে না, কেননা বস্তু প্রত্যক্ষগোচর নয়। ধারণা বস্তুর গুণও নয়। ধারণা হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য **গুণের ধারণা।** বস্তুর গুণ যখন অনুভূত হয় তখন তা ধারণারূপে অনুভূত হয়। লাল রং দেখে আমার মন লাল হয় না, মনে লালের ধারণা হয়। শব্দ শুনে আমার মন শব্দিত হয় না, মনে শব্দের ধারণা হয়। এসব ধারণাই একমাত্র প্রত্যক্ষের বিষয়। **অস্তিত্ব যখন প্রত্যক্ষ-নির্ভর তখন ধারণাকেই একমাত্র সদ্বস্তু বলতে হয়।** যা জ্ঞাত, যা অনুভূত, তাই সৎ। ধারণা জ্ঞাত বা অনুভূত। কাজেই ধারণা সৎ। ধারণা মনোনির্ভরশীল। ধারণা থাকে মনে। **অতএব মনও সৎ।** বার্কলের মতে তাই **এই বিশ্বে কেবল মন আছে আর তার ধারণা আছে।** এর বেশি কিছু আছে বলে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বার্কলের এই মতবাদ দর্শনের ইতিহাসে **'আত্মগত ভাববাদ'** নামে খ্যাত।

আত্মগত ভাববাদের সপক্ষে বার্কলের মূল বক্তব্য নিম্নরূপ :

১। ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের পথ।

২। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে আমরা কেবল ধারণাকেই জানি। উল্লেখযোগ্য, 'ধারণা' শব্দটিকে লক্, বার্কলে প্রমুখ দার্শনিকগণ ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেন—সংবেদন, অন্তবের্দন, প্রত্যক্ষরূপ, প্রতিরূপ, প্রত্যয় প্রভৃতিকে তাঁরা 'ধারণার' অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৩। ধারণাকেই আমরা সাধারণত 'বস্তুধর্ম' বা 'বস্তু' বলি।

৪। মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয় প্রকার গুণই মনের ধারণামাত্র।

৫। ধারণার কারণস্বরূপ অজ্ঞাত জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব-স্বীকৃতি যুক্তিহীন, কেননা তা প্রত্যক্ষগোচর নয়।

৬। অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর।

৭। ধারণা সত্য, কেননা প্রত্যক্ষগোচর। জড়বস্তু অসৎ, কেননা অপ্রত্যক্ষের বিষয়।

৮। ধারণার সমষ্টিই হল বস্তু।

৯। ধারণা মনোনির্ভর। অতএব, যাকে আমরা 'বস্তু' বলি তা মনোনির্ভর ধারণাপুঞ্জ।

১০। ধারণাকে স্বীকার করলে ধারণার ধারক মনকে স্বীকার করতে হয়।

১১। অতএব, এই বিশ্বে শুধু মন এবং তার ধারণা আছে।

সাধারণ বুদ্ধিতে বার্কলের এই মতবাদ আজগুবি বলে মনে হলেও এই মতবাদকে সহজে খণ্ডন করা যায় না। কথিত আছে যে, ডঃ জনসন্ তাঁর প্রখর কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে বার্কলের আত্মগত ভাববাদ খণ্ডনের জন্য একটি পাথরে সজোরে পদাঘাত করে বলেন, 'এইভাবে আমি বার্কলের মতবাদ খণ্ডন করছি।' 'এইভাবে' বলে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা হল—'পদঘাতের ফলে জুতো ছিঁড়ে গেল, পায়ে আঘাত লাগল এবং তিনি আঘাতজনিত ব্যথা অনুভব করলেন।' জন্সনের সহজবুদ্ধির ব্যাখ্যা হল—পাথরটা তবে মনের ধারণা নয়—পাথরের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। নতুবা জুতো ছেঁড়া, পায়ে আঘাত ও আঘাতজনিত ব্যথা অনুভব ইত্যাদি ঘটনা ঘটতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বার্কলের যুক্তিনিষ্ঠ মতবাদ সাধারণ বুদ্ধিতে খণ্ডন করা দুরূহ। পাথরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জন্সন্ পাথরের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সমর্থ হননি। তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন তা হল দৃষ্টিগত, স্পর্শগত ও পেশীগত কতকগুলি সংবেদন ও ব্যথার অনুভূতি। এসবই মানসিক বৃত্তি বা ধারণা। এসবের কারণস্বরূপ কোন জড় পদার্থের অর্থাৎ পাথরের মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব প্রমাণে তিনি সমর্থ হননি।

বার্কলের এই **আত্মগত** ভাববাদের **অনিবার্য পরিণতি হল** অহংসর্বস্ববাদ (Solipcism)। এই মতে কেবল আমি (অহং) ও আমার ধারণা ছাড়া আর কিছুই নেই। 'আমি আছি এবং 'আমার ধারণা আছে'—একথা বলার মধ্যে কোন দোষ নেই। কিন্তু 'এ ছাড়া আর কিছুই নেই'—এই অহংসর্বস্ববাদ গ্রহণ করলে **বস্তুজগতের স্থায়িত্বকে** ব্যাখ্যা করা যায় না। আমার প্রত্যক্ষের বিষয় যে ধারণা—একথা স্বীকার করা গেলেও সেসব ধারণা যে আমার দ্বারাই সৃষ্ট—এমন কথা বলা যায় না। আমার সামনের যে টেবিলটিকে আমি দেখছি সেটি কতকগুলি ধারণার সমষ্টি সন্দেহ নেই, কিন্তু এসব ধারণাকে আমি সৃষ্টি করিনি। টেবিল প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষ ব্যাপারটি যদিও মানসিক্ বৃত্তি, কিন্তু এই বৃত্তি আমার খেয়াল-খুশি অনুযায়ী সৃষ্টি হয়নি। আমি যখন টেবিলটি দেখি না, তখন অন্য কেউ টেবিলটি প্রত্যক্ষ করতে পারে। সুতরাং স্বীকার করতে হয়, টেবিলের ধারণাটি আমার মনের ওপর নির্ভরশীল নয়। এমন ক্ষেত্রে আমার মনের বাইরে **একটা কিছুকে** স্বীকার করতে হয়, যা আমার এবং অন্যের মনে টেবিলের ধারণা সৃষ্টি করে।

বার্কলে তাঁর ভাববাদ বর্জন না করেই নিজের মতের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি আমাদের মনের ধারণার **কারণস্বরূপ** আমাদের মনাতিরিক্ত **একটা কিছুকে** স্বীকার করেছেন, যদিও এই 'একটা কিছু' লক্-সমর্থিত কোন জড়দ্রব্য নয়। ধারণা হল মানসবৃত্তি। মানসবৃত্তির কারণ কখনও জড়বস্তু হতে পারে না, কেননা—কার্য-কারণ সূত্র

অনুযায়ী কার্য ও কারণকে সমধর্মী হতে হবে। মন বা আত্মা থেকেই ধারণার উদ্ভব হতে পারে। বার্কলের মতে, আমাদের মনে বৃক্ষ, পর্বত প্রভৃতির ধারণার কারণ হল এক অসীম ও অনন্ত অধ্যাত্ম সত্তা। একেই বার্কলে 'ঈশ্বর' বলেছেন। **আমরা যে ধারণাকে বস্তুজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করি তা হল ঈশ্বরের মনের ধারণা।** ঈশ্বরের মনের ধারণাই আমাদের কাছে বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। কাজেই আমি অথবা কোন সসীম জীব আমার ঘরের টেবিলটি প্রত্যক্ষ না করলেও ঈশ্বরের মনের ধারণারূপে তা আমাদের মনের বাইরে অস্তিত্ববান থাকে।

স্পষ্টতই, **বার্কলে ব্যক্তি-মনের বাইরে বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেননি।** তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা হল—**ব্যক্তি-মনের বাইরে বস্তু থাকলেও সেই বস্তু ধারণা ছাড়া কিছু নয়**—সেই বস্তু ঈশ্বরের বা পরমাত্মার মনের ধারণারূপে অস্তিত্ববান থাকে। বস্তুবাদী লকের মতো বার্কলেও তাই ব্যক্তি-মনোনিরপেক্ষ বস্তুজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। লকের সঙ্গে বার্কলের প্রধান পার্থক্য হল, লকের মতে ব্যক্তি-মনের বাইরে যে বস্তুজগৎ তা জড়ধর্মী, আর বার্কলের মতে জড়ের কোন অস্তিত্ব নেই, ব্যক্তি-মনের বাইরে যে বস্তুজগৎ তা চেতনাধর্মী, তা ঈশ্বরের মনের ধারণা মাত্র। **বার্কলে জগতের স্বাতন্ত্র্য খুঁজেছেন এক অসীম সর্বগত মনের মধ্যে, মনের বাইরে কোন জড়-সত্তার মধ্যে নয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের পর বার্কলের ভাববাদের মূল কথা হল—আমি আছি, ঈশ্বর আছেন এবং ঈশ্বরের ধারণা-সৃষ্ট বস্তুজগৎ আছে।** ঈশ্বরের অস্তিত্ব সমর্থন করে বার্কলে এভাবে অহং-সর্বস্ববাদের দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

৫.১২. সমালোচনা (Criticism) :

(১) 'অস্তিত্ব-প্রত্যক্ষ-নির্ভর' বার্কলের এই মূল তত্ত্বটি মানা যায় না। দার্শনিক মূর (Moore) প্রভৃতি নব্যবস্তুবাদীরা কথাটিকে ঘুরিয়ে বলেছেন, 'প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব-নির্ভর।' অর্থাৎ বিষয়ের অস্তিত্ব আছে বলেই তা আমাদের মনে প্রত্যক্ষগোচর ধারণার সৃষ্টি করে। বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষণের ওপর নির্ভর করে না, বরঞ্চ প্রত্যক্ষই বস্তুর অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করে। **বস্তুর অস্তিত্ব বস্তু-প্রত্যক্ষের পূর্বগামী।** আমার ঘরের টেবিলটির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করে না, বরং টেবিলটা আগে থেকে ছিল বলে তাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। আকাশ-কুসুমের অস্তিত্ব নেই বলে তা প্রত্যক্ষ হয় না। আমার সামনের টেবলটির অস্তিত্ব আছে বলে তা প্রত্যক্ষের বিষয়। এই প্রসঙ্গে রাসেল বলেছেন, 'আমার টেবিলটিকে যদি টেবিলক্লথ দিয়ে ঢাকা যায়, তবে টেবিলটি আর প্রত্যক্ষের বিষয় থাকে না।' এমন ক্ষেত্রে, 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-নির্ভর' বলে স্বীকৃত হলে বলতে হয় যে, প্রত্যক্ষের বিষয় টেবিলক্লথটি থাকলেও অপ্রত্যক্ষের বিষয় টেবিলটি নেই। তাহলে 'টেবিলক্লথটি যাদুমন্ত্রে শূন্যেস্থিত'—এমন উদ্ভট উক্তি করতে হয়।

(২) নব্যবস্তুবাদী পেরীর (Perry) মতে, বার্কলের **ভাববাদ অহং-কেন্দ্রিকতা দোষে (Fallacy of Ego-centric predicament) দুষ্ট।** বার্কলের মতে, বিষয়ের অস্তিত্ব জ্ঞাতা-নির্ভর অর্থাৎ অহং-কেন্দ্রিক (ego-centric)। বার্কলে এখানে **'জ্ঞানের বিষয়' এবং 'বিষয়ে'র মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা উপলব্ধি করতে পারেননি।** একথা সত্য যে, কোন বিষয়কে

জ্ঞানের বিষয় হতে গেলে তাকে মনের ওপর নির্ভর করতে হয়, কিন্তু কোন কিছুকে **অস্তিত্ববান** (বিষয়) হতে গেলে তাকে মনের ওপর নির্ভর না করলেও চলে। আকাশে এখনও অনেক অজানা নক্ষত্র আছে, সাতসমুদ্রের অতল তলে এখনও অনেক মণি-মুক্তা আছে যা আমাদের অজ্ঞাত, কিন্তু অস্তিত্বহীন নয়।

(৩) বার্কলের মতে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তা আন্তর-সম্বন্ধ। আন্তর-সম্বন্ধ হল অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কাজেই, জ্ঞানের ক্ষেত্রে 'বিষয়ী' (জ্ঞাতা) ভিন্ন 'বিষয়' থাকতে পারে না, 'বিষয়' সম্পূর্ণভাবে 'বিষয়ী-নির্ভর' হয়। কিন্তু নব্যবস্তুবাদীরা একথা মানেন না। তাঁদের মতে, **বিষয় ও বিষয়ীর সম্বন্ধ বাহ্য-সম্বন্ধ**—সম্বন্ধ বিচ্ছেদে বিষয় বা বিষয়ী কোনটিরও কিছু হানি হয় না। **জ্ঞান-সম্বন্ধে আবদ্ধ না হয়েও 'বিষয়' থাকতে পারে, যদিও তা 'জ্ঞানের বিষয়রূপে' থাকে না।** পিতা ও পুত্র পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। পুত্র না থাকলে কোন ব্যক্তি পিতা নয় ; কিন্তু পুত্রকে বাদ দিয়ে পিতার 'পিতারূপে' অস্তিত্ব না থাকলেও অন্য কোনভাবে (যেমন—শিক্ষকরূপে, কোন সমিতির সদস্যরূপে) অস্তিত্ব থাকে। তেমনি, **জ্ঞাতাকে বাদ দিয়েও, জ্ঞানের বস্তু না হয়েও, কোন না কোনভাবে বিষয় থাকতে পারে।**

(৪) **ইন্দ্রিয়োপাত্ত বা ইন্দ্রিয়লব্ধগুণাবলী (যথা—রং, গন্ধ, কাঠিন্য ইত্যাদি) এবং তাদের সংবেদন—উভয়কে সমার্থক মনে করে বার্কলে ভুল করেছেন।** বার্কলের যুক্তি হল—যেহেতু উভয়কে পৃথক করা যায় না সেহেতু তারা অভিন্ন। যেহেতু সবুজ রংকে (ইন্দ্রিয়োপাত্ত) সবুজরং-এর চেতনা বা সংবেদন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেইহেতু সবুজরং চেতনা ছাড়া কিছু নয়। অর্থাৎ সবুজের-চেতনা-অতিরিক্তভাবে সবুজ রংয়ের কোন অস্তিত্ব নেই। **কিন্তু অবিচ্ছিন্নতা অভিন্নতা প্রমাণ করে না।** একটি পৃষ্ঠার দুটি দিক অবিচ্ছিন্ন, কিন্তু এক নয়। ইন্দ্রিয়োপাত্ত ও সংবেদন অবিচ্ছিন্ন হলেও তাদের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করতে হয়। ইন্দ্রিয়োপাত্ত হল অনুভবের **বিষয়** আর সংবেদন হল অনুভব যা **মানসিক বৃত্তি।** একথা ঠিক যে, অনুভূত না হলে কোন বিষয় আছে, তা বলা যায় না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অনুভবের মতো অনুভূত বিষয়টিও মানসিক বিষয় এবং তার মনাতিরিক্ত অস্তিত্ব নেই। আমার সবুজের সংবেদন হলে সেটি হয় মানসিক ধারণা, কিন্তু অনুভবের বিষয় সবুজ বর্ণটিকে কোনভাবেই মানসিক ধারণা বা মনোগত বলা চলে না। **চেতনা ও চেতনার বিষয়কে কোনমতেই অভিন্ন কল্পনা করা যায় না।** সবুজ হল বর্ণ বা রঙ। আমি যখন সবুজ সম্বন্ধে চেতনা লাভ করি তখন আমার চেতনার রঙ সবুজ হয় না। তেমনি আমি যখন নীলের চেতনা লাভ করি তখন আমার চেতনার রঙ নীল হয় না। **চেতনা হিসাবে সবুজের চেতনা থেকে নীলের চেতনার পার্থক্য নেই,** কেননা উভয়েই চেতনা। সবুজের চেতনাকে নীলের চেতনা থেকে পৃথক করে বুঝতে হলে চেতনা-অতিরিক্ত সবুজ ও নীলের (ইন্দ্রিয়োপাত্ত) স্বতন্ত্র ও মনাতিরিক্ত অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

(৫) **'ধারণা' শব্দটিকে সুনির্দিষ্ট অর্থে প্রয়োগ না করার জন্যই বার্কলে তাঁর দর্শনে অযথা জটিলতার সৃষ্টি করেছেন।** আসলে বার্কলে 'ধারণা' শব্দটিকে দুটি অর্থে গ্রহণ করে তাদের যথাযথ প্রয়োগ করতে পারেননি। ধারণার দুটি অর্থ হল—(১) অনুভূতি বা সংবেদন,

(২) ইন্দ্রিয়োপাত্ত। যেহেতু প্রথম অর্থে (অনুভূতি) 'ধারণা' হল মানসিক, সেহেতু দ্বিতীয় অর্থেও (ইন্দ্রিয়োপাত্ত) 'ধারণা' মানসিক হবে—এমন মনে করে বার্কলে বড় রকমের ভুল করেছেন।

(৬) **অহংসর্বস্ববাদ এড়াবার জন্য বার্কলের ঈশ্বরের অস্তিত্ব-স্বীকৃতি তাঁর মূল মতবাদের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন নয়।** বার্কলের অভিজ্ঞতাবাদের মূল কথা হল, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই জ্ঞানের পথ। ঈশ্বর অপ্রত্যক্ষের বিষয়। সুতরাং বার্কলের 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-নির্ভর' (Esse est percipi) সূত্র অনুসরণ করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোনভাবেই প্রতিষ্ঠা করা যায় না। উপরন্তু, বার্কলের মতে, আমরা কেবল ধারণাই প্রত্যক্ষ করি। এমন ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমার সামনে অবতীর্ণ হলেও, আমার ঈশ্বর-প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না, কেননা, সে ক্ষেত্রে ঈশ্বরও আমার মনের ধারণায় পর্যবসিত হয়। কাজেই ঈশ্বর-প্রত্যক্ষের মাধ্যমে বার্কলে অহংসর্বস্ববাদের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন না। বার্কলের মত যুক্তিসম্মতভাবে অনুসরণ করে যা বলা চলে তা হল—'কেবল আমি আছি ও আমার মনের ধারণা আছে'। এ হল অহংসর্বস্ববাদ (Solipcism)। অহংসর্বস্ববাদ গ্রহণ করলে কবির (রবীন্দ্রনাথের) কথায় বলতে হয়, 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে।' একথার কাব্যিক মূল্য থাকলেও তাত্ত্বিক মূল্য নেই।